নৈরাজ্যের নন্দন : হাংরি ‘প্রজন্মের’ সাহিত্য

গবেষক

অম্লান দেব

পি.এইচ.ডি রেজিস্ট্রেশন নং - F.I.No. 239/13/Arts

পি.এইচ.ডি (কলা বিভাগ) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা – ৭০০০৩২

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক পবিত্র সরকার

প্রাক্তন অধ্যাপক

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

২০২১

ভূমিকা

১৯৬১-'৬২ সাল নাগাদ শুরু হওয়া হাংরি জেনারেশন আন্দোলন আমাদের গবেষণাপত্রের মূল কেন্দ্র। বাংলা সাহিত্যের এই বিশেষ আন্দোলনটি এবং এই আন্দোলনের ফলে তৈরি হওয়া একাধিক সাহিত্যিক নিদর্শনগুলোকে সামনে রেখে এদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে অথবা এদের নন্দনতাত্ত্বিক গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতা হিসেবে এই গবেষণাপত্রে আমরা নৈরাজ্যকে চিহ্নিত করতে চেয়েছি। এর আগে পৃথকভাবে সাহিত্যক্ষেত্রে নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে কিংবা সামাজিক অথবা রাজনৈতিক ভাবে নৈরাজ্য সম্পর্কে আলোচনা হলেও সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষত এই সাহিত্য আন্দোলনটির প্রসঙ্গে নৈরাজ্যের সম্পর্কের বিষয়ে কোনো আলোচনার উদাহরণ নেই। হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত অন্যতম কবি ও গদ্যকার মলয় রায়চৌধুরীর হাংরি আন্দোলনের সমসময়ে লেখা কবিতা নিয়ে আসাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ.ডি করেছেন বিষ্ণুচন্দ্র দে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.ফিল. করেছেন স্বাতী ব্যানার্জী। হাংরি জেনারেশনের ইতিহাস ও সাহিত্য নিয়ে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গবেষণা করেছেন উদয়শঙ্কর বর্মা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওশিয়ানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হাংরি জেনারেশন আন্দোলন নিয়ে গবেষণা করেছেন মার্টিনা রেজা। পরবর্তীকালে যার বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও এই আন্দোলন হয়ে যাওয়ার পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয়েছে একাধিক সংকলন ও সম্পাদিত গ্রন্থ। নৈরাজ্য সম্পর্কে সাধারণভাবে আমাদের একটি বিরোধমূলক ধারণা থাকার জন্যই হয়তো এই সমস্ত গবেষণা ও গ্রন্থ হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের নৈরাজ্যমূলক প্রবণতা বিষয়ে নীরব। কিন্তু এই আন্দোলন নৈরাজ্য বিষয়ক দার্শনিক চর্চার পাশাপাশি একটি অন্যতম সাহিত্যিক নৈরাজ্যের উদাহরণ হতে পারে। এই লক্ষ্যেই আমাদের গবেষণাপত্র এগিয়েছে।

'হাংরি' শব্দটির অর্থ 'ক্ষুধা' অথবা 'ক্ষুৎকাতর' অথবা 'ক্ষুধার্ত'। এই নিয়ে হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের সংশ্লিষ্ট অনেকেই বিভিন্ন মত ও তত্ত্ব তৈরি করার চেষ্টা করেছেন। আমাদের বিচারে এর পাশাপাশি 'জেনারেশন' শব্দটিও গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনতা পরবর্তী কালে, বিশেষত ছয় এবং সাতের দশকে ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গের একটা গোটা প্রজন্ম যেভাবে সাহিত্য, শিল্প, রাজনীতি এবং সিনেমায় প্রথাবিরুদ্ধ কাজ, প্রতিষ্ঠানকে না মানার এবং নতুন কিছু কথা বলে যাওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন তাতে আমাদের পর্যবেক্ষণ, একটা গোটা প্রজন্মই আসলে নতুন সৃষ্টির ক্ষুধা নিয়ে এই সময়ে আবির্ভূত হয়েছিল। তাই শিরোনামে আমরা 'প্রজন্ম' শব্দটিকে ব্যবহার করেছি। বাংলা

সাহিত্য পড়ার যে তথাকথিত নান্দনিক বোধ বা সৌন্দর্যচেতনা, তার বিপরীতে দাঁড়িয়ে এই সাহিত্য আন্দোলন কোনো নতুন সৌন্দর্যবোধের ধারণায় পৌঁছতে পারল কিনা, আমাদের গবেষণার এই মূল লক্ষ্য। সাধারণভাবে, নন্দন বা সৌন্দর্যকে আমরা যে অর্থে বুঝে এসেছি, সাহিত্যপাঠের অভ্যাস আমাদের যে সৌন্দর্যের সন্ধান দিয়েছে, 'হাংরি জেনারেশন আন্দোলন' তার বিপরীতে দাঁড়িয়ে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যের এই সৌন্দর্যের ধারণাকে ভেঙে ফেলতে চেয়েছিল। তাই নৈরাজ্যের শব্দ শেষ পর্যন্ত কোনো সৌন্দর্যতত্ত্বে পৌঁছতে পারল কিনা এই গবেষণাপত্র সেই প্রশ্নকে ঘিরেই রচিত।

গবেষণা প্রশ্ন

আমাদের গবেষণাকর্মটির কেন্দ্রে রয়েছে নিম্নলিখিত কিছু প্রশ্নের সূত্র –

১। নৈরাজ্যের অর্থ কি শুধু অরাজকতা?

২। বাংলা সাহিত্যে নৈরাজ্যের সূত্রপাত কোন সময়ে?

৩। নৈরাজ্যময় সাহিত্যের কি কোনো নন্দনতত্ত্ব হতে পারে?

৪। অসুন্দরের সৌন্দর্যতত্ত্ব কীরকম হতে পারে ?

৫। হাংরি জেনারেশন আন্দোলন কি শুধুই সাহিত্যের আন্দোলন?

৬। বাংলা সাহিত্যের সাবালক হয়ে ওঠায় এই সাহিত্য আন্দোলনের ভূমিকা কী?

গবেষণার উদ্দেশ্য

বাংলা সাহিত্যে হাংরি জেনারেশন আন্দোলন সাহিত্যরচনা এবং সাহিত্যপাঠের সবরকম নিয়মকে মুছে ফেলে বিকল্প এক প্রস্তাব হাজির করেছিল। ছয়ের দশকের বাংলার উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিবেশে এহেন এক সাহিত্য আন্দোলন উত্তেজনার পারদ আরও কয়েক মাত্রায় বাড়িয়ে দিয়েছিল। কম সময়ের জন্যে হলেও খুব স্পষ্টভাবে আন্দোলনকারীরা তাঁদের কথা জানিয়েছিলেন। কবিতায় তাঁরা বানিয়ে তোলা মুগ্ধতার ভাষাকে বর্জন করেছিলেন। জীবনের পরতে পরতে লুকিয়ে থাকা যাবতীয় ক্ষুধাকে তাঁরা তুলে আনতে চেয়েছিলেন সাহিত্যে। রাষ্ট্র সেই স্পর্ধাকে দমন করেছিল ঠিকই, কিন্তু ততদিনে তাঁদের প্রেরণা সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল গোটা বাংলায়। ফলে সেই আন্দোলন শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও নানারকম সাহিত্য আন্দোলন সংঘটিত হতে থাকে, নেপথ্যে ছিল হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের অনুপ্রেরণা। বাঙালি এবং বাংলা সাহিত্যের পাঠক হিসেবে তাই গবেষণার ক্ষেত্রে এই বিষয়টিকে গ্রহণ করা আমার কাছে যৌক্তিক মনে হয়েছে। এই গবেষণার উদ্দেশ্য এক অর্থে আত্মানুসন্ধান।

অধ্যায় পরিকল্পনা

আলোচ্য গবেষণাকর্মের প্রস্তাবিত প্রথম অধ্যায় **'নৈরাজ্য : ধারণা, ইতিহাস এবং বাংলা সাহিত্যে প্রাসঙ্গিকতা'**। এই অধ্যায়ের দুটি উপবিভাগ — প্রথম ভাগে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করেছি নৈরাজ্য সম্পর্কিত দার্শনিক ধারণার কিছু অংশ এবং গোটা পৃথিবীর ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য কিছু নৈরাজ্যের ধারণার প্রবক্তার কথা। বিভিন্ন সময়ে যাঁরা নৈরাজ্যের ধারণাকে সামাজিক, রাজনৈতিক অথবা সাহিত্যিকভাবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন তাঁদের ধারণাকে সামনে রেখে আমরা বলতে পারি যে 'নৈরাজ্য' শব্দটি কেবলমাত্র বিশৃঙ্খলা অথবা হিংসাত্মক কাজের সঙ্গে যুক্ত নয়। বরং নৈরাজ্য একটি বিকল্প, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার আকাঙ্ক্ষিত শর্ত। দ্বিতীয় উপবিভাগে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করেছি ১৯৬১-'৬২-র 'হাংরি জেনারেশন আন্দোলন'-এর পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যে তথাকথিত নৈরাজ্যের আর কী কী দৃষ্টান্তকে আমরা চিহ্নিত করতে পারি।

আমাদের প্রস্তাবিত দ্বিতীয় অধ্যায় **'নন্দনতত্ত্ব : ধারণা, ক্রমবিবর্তন ও চর্চার ইতিহাস'**। নন্দনতত্ত্ব নিয়ে সাধারণভাবে যে ধারণা প্লেটো, অ্যারিস্টটল থেকে শুরু করে আজকের দিন পর্যন্ত আমাদের পাঠকৃতির অভ্যাসে আছে, তারই একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা এই অধ্যায়ের প্রথম উপবিভাগে আমরা পেশ করার চেষ্টা করেছি। দ্বিতীয় উপবিভাগে পাশ্চাত্যে এবং প্রাচ্যে নন্দনতত্ত্ব চর্চার ধারা বিশদে আলোচিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় **'হাংরি জেনারেশন : ইতিহাস ও সাহিত্য'**। এই অধ্যায়টিতেও দুটি উপবিভাগ — প্রথমটিতে আমরা হাংরি জেনারেশনের ইতিহাসের রূপরেখা তৈরি করছি। স্বাভাবিক ভাবেই আজ থেকে কয়েক দশক আগে ঘটে যাওয়া এই আন্দোলনের ঐতিহাসিক সূত্রগুলিকে হাজির করার জন্য এই আন্দোলন সংক্রান্ত চিঠি-পত্র, ইস্তেহার, মামলা-মোকদ্দমা এবং এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত একাধিক মানুষের মতামত সংক্রান্ত পারস্পরিক বিতর্ক এই উপবিভাগটির মধ্যে পর্যায়ক্রমে আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে হাংরি জেনারেশনের সাহিত্যের নমুনা হিসেবে এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত একাধিক মানুষের কবিতা ও গদ্যের কিছু সংক্ষিপ্ত রূপ আমরা হাজির করার চেষ্টা করেছি।

চতুর্থ অধ্যায় **'হাংরি জেনারেশন : নৈরাজ্যের নন্দন'**। পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে নৈরাজ্য, নন্দনতত্ত্ব এবং হাংরি জেনারেশনের সাহিত্য আমরা বুঝবার চেষ্টা করেছি। এই অধ্যায়ে আমরা অনুসন্ধান

করেছি যে শেষ পর্যন্ত হাংরি জেনারেশনের সাহিত্য কর্মগুলি নৈরাজ্যময় কোনো সৌন্দর্য তৈরি করতে পারল কি? চিৎকৃত অসুন্দরের কোন্ সৌন্দর্য সাহিত্যের ইতিহাসে বা ধারায় হাংরি জেনারেশন উপজাত কবিতা বা গদ্যগুলো রেখে গেল ?

আমাদের প্রস্তাবিত পঞ্চম তথা শেষ অধ্যায় **'হাংরি জেনারেশন আন্দোলন : উত্তরকালে প্রভাব'**। ১৯৬১-'৬২-র পরবর্তী সময়ে এই আন্দোলন ঘিরে যে মামলা-মোকদ্দমা ও উত্তেজনা তৈরি হয়, তাতে দেশে-বিদেশে এই আন্দোলন সম্পর্কিত তথ্য ছড়িয়ে পড়েছিল। এই সময়েই পর পর বাংলা সাহিত্যে একাধিক গল্প ও কবিতা বা গদ্য আন্দোলনকে আমরা সূচিত হতে দেখি যেখানে তথাকথিত নৈরাজ্যময় প্রবণতা, নতুন কথা বলার অথবা আবহমান ধারণাকে ভেঙে বাংলা সাহিত্যের নতুন দিক তৈরি করার প্রেরণা যুগিয়েছিল।

সূচিপত্র

- **প্রস্তাবনা**
- **প্রথম অধ্যায়: নৈরাজ্য : ধারণা, ইতিহাস এবং বাংলা সাহিত্যে প্রাসঙ্গিকতা**
  - ১. 'নৈরাজ্য' : ধারণা, ইতিহাস
    - ১.১. চিন : তাও-এর পথ
    - ১.২. উইলিয়াম গডউইন
    - ১.৩. পিয়ের জোসেফ প্রুদঁ
    - ১.৪ ম্যাক্স স্টার্নার
    - ১.৫ মিখাইল বাকুনিন
    - ১.৬ পিটার ক্রপটকিন
  - ২. বাংলা সাহিত্যে নৈরাজ্যের ধারণার প্রাসঙ্গিকতা
- **দ্বিতীয় অধ্যায়: নন্দনতত্ত্ব : ধারণা, ক্রমবিবর্তন এবং চর্চার ইতিহাস**
  - ১. নন্দনতত্ত্ব : ধারণা, ক্রমবিবর্তন
  - ২. নন্দনতত্ত্ব চর্চার ইতিহাস
    - ২.১. পাশ্চাত্য ধারা
    - ২.২. প্রাচ্য ধারা
- **তৃতীয় অধ্যায়: হাংরি জেনারেশন : ইতিহাস ও সাহিত্য**
  - ১ ইতিহাস
    - ১.১. শুরুর কথা
    - ১.২. স্রষ্টা বিতর্ক
    - ১.৩. প্রতিক্রিয়া
    - ১.৪. মুখোশের মজা
    - ১.৫. হাংরি চিঠি
    - ১.৬. হাংরি মামলা
  - ২. সাহিত্য
    - ২.১. শৈলেশ্বর ঘোষ
    - ২.২. মলয় রায়চৌধুরী
    - ২.৩. ফাল্গুনী রায়
    - ২.৪. অরুণেশ ঘোষ
    - ২.৫. প্রদীপ চৌধুরী
    - ২.৬. বাসুদেব দাসগুপ্ত
    - ২.৭. সুভাষ ঘোষ
    - ২.৮. সুবিমল বসাক
- **চতুর্থ অধ্যায়: হাংরি জেনারেশন : নৈরাজ্যের নন্দন**
- **পঞ্চম অধ্যায়: হাংরি জেনারেশন আন্দোলন : উত্তরকালে প্রভাব**
- **উপসংহার**

গ্রন্থপঞ্জি

অধ্যায় সংক্ষেপ

প্রথম অধ্যায় - নৈরাজ্য : ধারণা, ইতিহাস এবং বাংলা সাহিত্যে প্রাসঙ্গিকতা

'নৈরাজ্য' শব্দটির উৎস সন্ধান করলে দেখবো— এর ইংরাজি 'anarchy'— যে শব্দটির উদ্ভব গ্রিক 'anarchos' থেকে যার অর্থ এককথায় 'without a ruler'। মধ্যযুগে ল্যাটিন ভাষাতেই এই শব্দটির রূপ 'anarchia'। গ্রিক পরিভাষায় শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছিল 'archos' অর্থে প্রথমত 'military leader' পরবর্তীতে 'ruler' এবং an অর্থাৎ 'without'। শুরু থেকেই 'anarchy' বা 'নৈরাজ্য' শব্দটির সঙ্গে সদর্থক ও নেতিবাচক দুই ধারণাই ক্রমপ্রসারিত হয়েছে। নেতিবাচক হল এর বিশৃঙ্খলা ও অমান্যতার দিক আর সদর্থক হল এর শাসকহীন বা শাসনের প্রয়োজনহীন অবস্থার ধারণা। জনপ্রিয় কল্পনায় বা দৈনন্দিন ব্যবহারে যদিও এর নেতিবাচক দিকটিই প্রচারিত হয়েছে বেশি, অর্থাৎ 'নৈরাজ্য' এর ধারণা কেবলমাত্র ধ্বংস এবং অবাধ্যতার সঙ্গেই সংলগ্ন কিন্তু 'নৈরাজ্যের দর্শন' এ প্রকৃত অর্থে নিহিত আছে শান্তি ও স্বাধীনতার স্বপ্ন। বলা চলে, নৈরাজ্যের দর্শনের ইতিহাসে খুব কম, গুটিকয় প্রবক্তাই তাঁদের দার্শনিক প্রকল্পে হিংসা বা ধ্বংসের উল্লেখ করেছেন উল্টোপক্ষে ঐতিহাসিকভাবে নৈরাজ্যের দার্শনিক নির্মাতাদের বেশির ভাগই 'নৈরাজ্য'কে হিংসা বা সন্ত্রাসের প্রতিপক্ষ হিসাবে শান্তি, স্বাধীনতা ও সাম্যের উপায় বলে চিহ্নিত করেছেন। নৈরাজ্যের এই প্রাথমিক ধারণার পর আমরা লাওৎসে, চুয়াংসে, উইলিয়ম গডউইন, প্রুদ, ম্যাক্স স্টার্নার, বাকুনিন, ক্রপটকিন প্রমুখের দার্শনিক ও তাত্ত্বিক মতবাদ উপস্থাপিত করেছি। পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে নৈরাজ্যের সূত্রপাত নিয়েও প্রাসঙ্গিক, নিরপেক্ষ ও তথ্যসম্বলিত আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নন্দনতত্ত্ব : ধারণা, ক্রমবিবর্তন এবং চর্চার ইতিহাস

নন্দনতত্ত্ব একটি প্রাচীন শাস্ত্র। এর উৎপত্তি শিল্পসৃষ্টির প্রথম তৎপরতার সমসাময়িক কালেই। যদিও কোনো শিল্পকে শেষপর্যন্ত নির্দিষ্ট তত্ত্বের পরিধিতে বেঁধে ফেলা যায় কিনা সে তর্ক আছে, তবু গত কয়েকশো বছরের শিল্প সংস্কৃতি চর্চার ইতিহাসে নন্দনতত্ত্ব শিল্প বা সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করার পৃথক দর্শন বা বিজ্ঞান হিসেবে স্বীকৃত। নন্দনতত্ত্ব বা Aesthetics শব্দটি গ্রিক 'aisthesis' থেকে এসেছে। 'Aesthetics' শব্দটির উৎস সন্ধানের পাশাপাশি আমরা দেখব এর চর্চার ইতিহাস গড়ে উঠেছে প্লেটো অ্যারিস্টটলের পরম্পরাবদ্ধ তাত্ত্বিক দার্শনিকদের হাতে, হোরেস, লঙ্গাইনাস

প্রভৃতি হয়ে লেসিং-হেগেল-কান্ট-ক্রোচের ধারায়। বাংলায় 'Aesthetics' এর প্রতিশব্দ হিসাবে 'নন্দনতত্ত্ব' কথাটি প্রথম কে ব্যবহার করেছিলেন তা নিয়েও পন্ডিতমহলে তর্ক আছে। আলোচক বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে 'Aesthetics' শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'নন্দনতত্ত্ব' শব্দটি রবীন্দ্রনাথ পছন্দ করেছিলেন। প্রচলন অনুযায়ী নন্দনতত্ত্বকে দর্শনের একটি শাখা হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি যা সৌন্দর্য উপলব্ধির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অনেকের মতে শিল্পে এর প্রকরণ বহু প্রকার। আবার বিংশ শতাব্দীর মানসচেতনা অনুযায়ী এটি একটি বিজ্ঞান হিসাবে স্বীকৃত; যা শিল্পের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়জাত ও অতিন্দ্রীয় অনুভূতির সৌন্দর্য নিরূপণে মানব জীবনযাত্রার প্রেক্ষিতে নিরীক্ষা চালায়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে নন্দনতত্ত্বের ধারণা ও তার ক্রমবিবর্তন নিয়ে উপরোক্ত আলোচনার পর, আমরা প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের বেশ কয়েকজন তাত্ত্বিকের সম্যক পরিচয় দেব। পাশ্চাত্যের ক্ষেত্রে বাউমগার্টেন,Winckelman, কাণ্ট, শীলার, হেগেল, ক্রোচে, প্লেটো, অ্যারিস্টটল, হোরেস, লঙ্গিনুস, প্লুতার্ক, ক্রাইসোসস্তোম, ফিলাসট্রেটাস এঁদের শিল্পচিন্তা এক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। নন্দনতত্ত্বের ইতিহাস আলোচনায় পাশ্চাত্যের পর এবার আমরা ভারতবর্ষের দিকে তাকাবো। উনিশ শতকের কবি ঈশ্বর গুপ্ত রসবর্জিত রচনাকে কাব্য বলেন নি- "সেই লেখা লেখা নয়, যার নাই রস"। কবি রঙ্গলাল 'পদ্মিনী উপাখ্যান' এর ভূমিকায় এবং ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে বীটন সোসাইটিতে পঠিত 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' তে যা বলেছেন তাতে তিনি একদিকে যেমন রসবাদকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, তেমনি মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের কাব্যে সমকালীন সমাজ চিত্রের প্রশংসা করতে গিয়ে সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের সম্পর্কের কথা বলে পাশ্চাত্যের আদর্শকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখের মতবাদ আলোচিত হয়েছে। নন্দনতত্ত্ব নিয়ে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছিলেন জীবনানন্দ দাশ । কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যাকে অনেকেই ক্লাসিসিস্ট বলতে চেয়েছেন, কেননা কবিতা ও জীবনের যুগ্ম দায়িত্ব, সাধ ও সাধনার একান্ত সম্মিলন তাঁর কবিতায় প্রতিফলিত। এই সময়ের আরেকজন কবি অমিয় চক্রবর্তী প্রথমদিকে প্রধানত রবীন্দ্র-অনুসারী থাকলেও ১৯৩০ এর পর থেকে তাঁর কবিতার পালা বদল চিহ্নিত করা যায়। রবীন্দ্র-উত্তর আধুনিক বাংলা কাব্য-আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ কবি বুদ্ধদেব বসু। এই সময়ের আরেকজন উল্লেখযোগ্য কবি বিষ্ণু দে আধুনিকতার ক্লান্তি, জিজ্ঞাসা, সংশয়, বিতৃষ্ণা, নৈরাশ্য ও নির্বেদের বর্ণমালায় তৈরি করেছিলেন নিজের কাব্যজগৎ। বাংলা সাহিত্যে নন্দনতত্ত্ব প্রসঙ্গে দেবীপ্রসাদ

চট্টোপাধ্যায়ও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য নন্দনতত্ত্বের গ্রন্থটি হচ্ছে *রূপ, রস ও সুন্দর।*

তৃতীয় অধ্যায়

হাংরি জেনারেশন : ইতিহাস ও সাহিত্য

রবীন্দ্রনাথের হিমালয় সদৃশ প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলেন কল্লোল ও তিনের দশকের কবি সাহিত্যিকেরা। সাতচল্লিশ এই ধারায় যোগ করেছিল দেশভাগ, দাঙ্গা, উদবাস্তু, বেকারী, দারিদ্র, সন্দেহ, অবিশ্বাস, ঘৃণা ও বিভিন্ন মাত্রা। খিদের আগুনে, প্রতিবাদের আগুনে, দাবি আদায়ের চিৎকারে পশ্চিমবঙ্গ যখন প্রায় জ্বলন্ত একটি আগ্নেয়গিরি সে সময় 'ক্ষুধার বিশাল মুখব্যাদান' নিয়ে বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করল 'হাংরি জেনারেশন আন্দোলন'। গত কয়েক দশক জুড়ে হাংরি আন্দোলনের ইতিহাস সংক্রান্ত যে সমস্ত তথ্য আমাদের সামনে এসেছে তাতে করে 'হাংরি জেনারেশন' এই সাহিত্য আন্দোলনের উৎস সম্পর্কে একাধিক মতামত প্রকাশিত হয়েছে, বলাই বাহুল্য সেই সমস্ত মতামতের অনেক কিছুই প্রায় পরস্পর বিরুদ্ধ। অনেকে, হাংরি আন্দোলনের জন্মদাতা হিসেবে মলয় রায়চৌধুরীর উল্লেখ করে বলতে চেয়েছেন যে পঞ্চাশের কবিদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের সুবাদে ইংরেজ কবি চসারের 'In the sowre hunger time' এই পঙক্তিটির প্রভাবে মলয় রায়চৌধুরী হাংরি শব্দটিকে গ্রহণ করেন। এই সময়ের প্রতিক্রিয়ায় তাঁর দাদা অর্থাৎ সমীর রায়চৌধুরীর বন্ধু শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় হাংরি আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। হাংরি আন্দোলন সম্পর্কে অরুণেশ ঘোষের পর্যবেক্ষণ "ক্ষুধার্ত বা হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের বীজটি বা শুক্রকণাটি গর্ভে স্থাপিত হয়েছিল ১৯৫০ এ। আর তা ভূমিষ্ঠ হল ১৯৬২ তে। আর মৃত্যুঘন্টা ৬৭-এর মধ্যেই। সে আন্দোলন পুনর্জন্ম লাভ করল ৬৮-৭১ এ এসে। প্রথমদিকে যারা শুরু করেছিলেন, তারা অনেকেই প্রতিষ্ঠানে চলে গেলেন, কেউ বা লেখা থামিয়ে গার্হস্থ্য জীবনে ঢুকে পড়লেন। নতুন করে বাংলায় হাংরি আন্দোলন যখন ছড়িয়ে পড়েছে দূর গ্রামগঞ্জ অবধি, তখন ফিরে এলেন কেউ কেউ। এসেই ঘোষণা করলেন- 'হাংরি আন্দোলনের স্রষ্টা আমি, নেতৃত্ব আমিই দিয়েছি।' ঝগড়াটা শুরু হল, যা হয়- হয়ে আসছে চিরকাল।"

বিভিন্ন গবেষণায় গত কয়েক দশকে যে কয়েকটি বুলেটিন বা হাংরি জেনারেশন সংক্রান্ত ম্যানিফেস্টো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে তা ছাড়াও প্রায় ৯০টি বুলেটিন চিরকালের জন্য

হারিয়ে গেছে এরকম তথ্য দিয়েছেন এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত মানুষেরাই। এই অধ্যায়ে হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সাহিত্যিকদের সাহিত্যভাবনা এবং সাহিত্যকৃতির পরিচয় দেওয়া হয়েছে। আন্দোলনের সূত্রপাত, বিতর্ক, নেতৃত্ব নিয়ে সংশয়, এসবের নিরপেক্ষ উপস্থাপনার পর ফাল্গুনী রায়, সুবিমল বসাক, শৈলেশ্বর ঘোষ, মলয় রায়চৌধুরী, বাসুদেব দাশগুপ্ত, সুভাষ ঘোষ, অরুণেশ ঘোষ এবং প্রদীপ চৌধুরীর রচিত সাহিত্য আলোচিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

হাংরি জেনারেশন : নৈরাজ্যের নন্দন

বর্তমান অধ্যায়ে আমরা নৈরাজ্যের সঙ্গে নন্দনতত্ত্বের সম্পর্ক খতিয়ে দেখব, বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যে হাংরি জেনারেশনের মধ্যে দিয়ে যে নৈরাজ্যময় ভাষা, শব্দ, কবিতা, গদ্য উঠে এসেছিল, শেষপর্যন্ত তা কোনো নন্দনতত্ত্বে পৌঁছতে পারল কিনা, আদৌ নৈরাজ্যময় এই সাহিত্য কোনো সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে পারল কিনা, সেই আলোচনা আমাদের অভীষ্ট। এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের অতীত ইতিহাস দেশভাগ এবং দেশভাগের ফলে উদ্বাস্তু হয়ে আসার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিবিড় ভাবে যুক্ত। ফলে আমরা অনুমান করতে পারি শৈলেশ্বর ঘোষ, বাসুদেব দাশগুপ্ত, সুভাষ ঘোষ, সুবো আচার্য, প্রদীপ চৌধুরী প্রমুখেরা যে নিদারুণ জীবনের অভিজ্ঞতা বয়ে এনেছিলেন কলকাতায়, সেখান থেকেই রাষ্ট্রের তৈরি করা অবরোধগুলো ভাঙার প্রেরণা তৈরি হয়েছিল এবং এই অবরুদ্ধ দরজাগুলোকে খুলতে খুলতেই সংবেদনার নতুন আখর হিসেবে তাদের সাহিত্য প্রাণ পেয়েছিল প্রতিবাদের ভাষায়। রাষ্ট্রের অঙ্গুলিহেলনে ভিটেমাটি ছেড়ে উচ্ছেদ হওয়া যে মানুষ খিদের তাড়নায়, চাকরির খোঁজে পরিবার, মানুষ এবং আত্মীয়স্বজনের সঙ্গচ্যুত হয়ে রাস্তা খুঁজে বেরিয়েছে ওপার বাংলা থেকে এপার বাংলায় তার ভেতরকার সৌন্দর্য যদি চিৎকৃত হয়ে প্রকাশিত হয় কবিতা অথবা গদ্যে, তার ভেতরকার কষ্ট, দুঃখ, হতাশা কিংবা ক্রোধ যদি চিৎকৃত হয়ে প্রকাশিত হয় সাহিত্যে তাহলে তা কি সৌন্দর্য হিসেবে বিবেচিত হবে? সুন্দরের আলোচনায় বা সৌন্দর্যতত্ত্বের আলোচনায় বারবারই এসেছে সুসংগতির কথা, অনুপাতের কথা, সুসংহত বিন্যাসের কথা। সময়ের পারিপার্শ্বিকতা ব্যক্তিমানুষের অবদমিত যে চিৎকার তার প্রকাশের ক্ষেত্রেও আমরা কি সুসংগত বিন্যাস খুঁজব? যে চিৎকার হাংরি জেনারেশনের কবিতা ও গদ্যে ধ্বনিত হয়, যে শব্দের ভেতরকার অভ্যাসকে নষ্ট করার ইচ্ছাকৃত প্রক্রিয়া হাংরি

জেনারেশনের কবি-সাহিত্যিকরা তাঁদের লেখালেখিতে চালিয়েছেন, তার মধ্যে কি সংগতির অভাব বলেই তা আপাত ভাবে আমাদের চোখে সৌন্দর্য বলে বিবেচিত হবে না?

আমাদের পাঠকৃতির অভ্যাসকে যা বিঘ্নিত করে, যা আক্রান্ত করে, যা বারবার আমাদের তৈরি করা সভ্যতার মেকি মুখোশকে ধরে টান দেয় সেই নৈরাজ্যের সৌন্দর্যকে খুঁজতে আমরা হাংরিদের গদ্য এবং পদ্যের দিকে তাকাতে চাই। এই প্রসঙ্গে আমরা আবিষ্কার করতে পারি যে ক্ষুধার্তদের প্রচেষ্টা আসলে জীবনের নগ্নতাকে ভাঁজ করে খুলে দেখানোর এবং তাতে যত ভয়ঙ্কর সত্যই থাক না কেন, জীবনের যাবতীয় সম্পর্ক, আচার এবং যুক্তি-শৃঙ্খল তাকে যদি ভণ্ডামি বলে তাঁদের মনে হয়, তা তারা নির্দ্বিধায় ঘোষণা করেন এবং এসব কিছুকে প্রতারণা বলেই তাঁরা ভাবেন।

পঞ্চম অধ্যায়

হাংরি জেনারেশন আন্দোলন : উত্তরকালে প্রভাব

হাংরি আন্দোলন স্তিমিত হয়ে গেলেও রেখে গেছে সঞ্চিত পলির দাগ যা বাংলা সাহিত্যকে পরবর্তী সময় দিয়েছে একের পর এক আন্দোলনের প্রেরণা। বিশেষত ১৯৬৫-র প্রকাশিত একাধিক স্বঘোষিত হাংরি পত্রিকা বা লেখালেখি এতটুকু জানান দেওয়ার জন্য যথেষ্ট যে এই আন্দোলন অথবা এই আন্দোলনের গর্ভ থেকে উঠে আসা নৈরাজ্যের সৌন্দর্য বাংলা সাহিত্যে ছাপ রেখে গেছে তার পরবর্তী সময়েও। শ্রুতি, শাস্ত্রবিরোধী, নিম, ধ্বংসকালীন, প্রকল্পনা এরকমই কয়েকটি সাহিত্য আন্দোলনের নাম, যেগুলি শুরু হয়েছিল হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের প্রভাবে। পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা সেই আন্দোলনগুলির সূচনা, পথচলা, ইস্তেহার, মূল প্রতিপাদ্য এই সকল প্রসঙ্গ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। একটা পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সাহিত্যের আবহমান ফর্ম, প্রকরণ, বিন্যাসকে ভাঙার ডাক দিয়েছিল হাংরি জেনারেশন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে একে একে সেই আন্দোলনকারীরা সরে গেছেন কেউ কেউ তাঁদের অবস্থান থেকে। পারস্পরিক বিশ্বাসঘাতকতায় একে ওপরের বিরুদ্ধে আঙুল তুলেছেন কখনো কখনো। কিন্তু তবুও ছয়ের দশকের শুরুতে যে বিদ্রোহের ডাক দিয়েছিল এই আন্দোলন পরবর্তী কয়েক দশক জুড়ে যেন তা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল বাংলা সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে।

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ

১. ঘোষ, শৈলেশ্বর, ১৯৬৭, *জন্মনিয়ন্ত্রণ,* কলকাতা, ক্ষুধার্ত প্রকাশনী।

২. ঘোষ, শৈলেশ্বর, ১৯৭৪, *অপরাধীদের প্রতি,* কলকাতা, ক্ষুধার্ত প্রকাশনী।

৩. ঘোষ, শৈলেশ্বর, ১৯৮০, *দরজাখোলা নদী,* কলকাতা, ক্ষুধার্ত প্রকাশনী।

৪. ঘোষ, শৈলেশ্বর, ২০০০, *আমাদের জীবনানন্দ তাহাদের জীবনানন্দ,* কলকাতা, প্রতিভাস।

৫. ঘোষ, শৈলেশ্বর, ১৯৯৫, হাংরি জেনারেশন আন্দোলন, কলকাতা, ক্ষুধার্ত প্রকাশনী।

৬. ঘোষ, শৈলেশ্বর, ২০১২, *শ্রেষ্ঠ কবিতা,* কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং।

৭. ঘোষ, শৈলেশ্বর, ২০১২, *প্রতিবাদের সাহিত্য,* কলকাতা, এবং মুশায়েরা।

৮. ঘোষ, শৈলেশ্বর, ২০১১, ক্ষুধার্ত সংকলন, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং।

৯. ঘোষ, অরুণেশ, ২০১৩, *আমার কবিতাযাত্রা,* কলকাতা, নাটমন্দির।

১০. ঘোষ, অরুণেশ, ২০১৪, *গল্পসমগ্র ২,* কলকাতা, নাটমন্দির।

১১. চৌধুরী, প্রদীপ, ১৯৮৩, *কালোগর্ত,* কলকাতা, স্বকাল ফুঃ।

১২. চৌধুরী, প্রদীপ, ১৯৯৯, *রচনাবলী ১,* কলকাতা।

১৩. বসাক, সুবিমল, ২০১৪, *এখনও কোনো ব্যবস্থা হয়নি,* কলকাতা, ভাষালিপি।

১৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, উজ্জ্বল, সেন, সব্যসাচী (সম্পা), ২০১৭, *সুভাষ ঘোষ ১,* কলকাতা, গাঙচিল।

১৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, উজ্জ্বল, সেন, সব্যসাচী (সম্পা.), ২০১৯, সুভাষ ঘোষ বইসংগ্রহ ২, কলকাতা, গাঙচিল।

১৬ বসু, শেখর (সম্পা.), ২০১০, *শাস্ত্রবিরোধী গল্প,* কলকাতা, এবং মুশায়েরা।

১৭. ভট্টাচার্য, তন্ময়(সম্পা.), ২০১৬, সুবিমল বসাক সংকলন, হাওড়া, সৃষ্টিসুখ প্রকাশন।

১৮. মিশ্র, বৈদ্যনাথ, ২০১৫, *মলয় রায়চৌধুরীর দীর্ঘ কবিতা জখম অবিনির্মাণ ও বিশ্লেষণ,* কলকাতা, চন্দ্রগ্রহণ।

১৯. রায়, দেবী, ১৯৯৮, *নির্বাচিত কবিতা,* কলকাতা, দীপ প্রকাশন।

২০. রায়, ফাল্গুনী, ১৯৯৬, *আমি অপদার্থ,* কলকাতা, গ্রাফিত্তি।

২১. রায়চৌধুরী, মলয় , ১৯৯৪, *হাংরি কিংবদন্তী,* প্রকাশক সমীর রায়চৌধুরী।

২২. রায়চৌধুরী, মলয়, ১৯৮৫, *ইশতাহার সংকলন,* মহাদিগন্ত।

২৩. রায়চৌধুরী, মলয়, ২০১২, *প্রবন্ধ সংগ্রহ,* দ্বিতীয় খন্ড, কলকাতা, আবিষ্কার প্রকাশনী।

২৪. রায়চৌধুরী, মলয়, ২০১৫, গল্প সংগ্রহ, কলকাতা, কবিতীর্থ।

২৫. রায়চৌধুরী, মলয়, ২০১৬, *নখদন্ত,* গুরুচণ্ডালী।

২৬. রায়চৌধুরী, মলয়, ২০১৬, *অলৌকিক প্রেম ও নৃশংস হত্যার রহস্যোপন্যাস,* কলকাতা, একটি গুরুচণ্ডাল প্রকাশনা।

২৭. রায়চৌধুরী, মলয়, ২০১৭, *মাথা কেটে পাঠাচ্ছি, যত্ন করে রেখো,* কবিতীর্থ।

২৮. রায়চৌধুরী, মলয়, ২০১৯, মলয় রায়চৌধুরীর কবিতা ২০০৪-১৯৬১, কলকাতা, আবিষ্কার।

২৯. সেন, সব্যসাচী (সম্পা.), ২০২০, *আলাপচারিতায় কবি শৈলেশ্বর ঘোষ,* কলকাতা, লিবের ফিয়েরি।

৩০. সাহা, অপূর্ব (সম্পা.), ২০১৭, বাসুদেব দাশগুপ্ত রচনা সমগ্র, কলকাতা, গাঙচিল।

৩১. সাহা, অপূর্ব (সম্পা.), ২০১৯, বাসুদেব দাশগুপ্ত রচনা সমগ্র ২, কলকাতা, গাঙচিল।

সহায়ক গ্রন্থ :

বাংলা

১. আচার্য, অনিল (সম্পা.),২০১৪, *সত্তর দশকের সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও সামাজিক মূল্যায়ন,* প্রথম খণ্ড, কলকাতা, অনুষ্টুপ।

২. আইয়ুব, সালাহউদ্দীন, ২০১৪, *আধুনিকতা ও উত্তরাধুনিকতা,* ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স।

৩. ইসলাম, আমিনুল, ২০১৯, *আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন,* ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স।

৪. ইসলাম, সৈয়দ মনজুরুল, ১৯৯৫, *নন্দনতত্ত্ব,* ঢাকা, বাংলা একাডেমি।

৫. কবিরাজ, নরহরি, ২০১৪, *কাকে বলে উত্তরাধুনিকতাবাদ?,* কলকাতা, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী।

৬. গুপ্ত, অতুলচন্দ্র, ১৪০৯, *কাব্যজিজ্ঞাসা,* কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।

৭. ঘোষ, দেবব্রত, নস্কর, সনৎকুমার (সম্পা), ২০১৫, *প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শতবর্ষে ফিরে দেখা,* কলকাতা, দীপ প্রকাশন।

৯. ঘোষাল, ধনঞ্জয়, মাইতি, প্রগতি, মজুমদার, দেবাশিস (সম্পা), ২০১৪, *বাংলা সাহিত্য আন্দোলন,* কলকাতা, ইসক্রা।

১০. চক্রবর্তী, অমিয়, ১৯৬৩, *সাম্প্রতিক,* কলকাতা, নাভানা।

১১. চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ, ১৯৮১, *রূপ, রস ও সুন্দর,* কলকাতা, ঋদ্ধি-ইণ্ডিয়া।

১২. চট্টোপাধ্যায়, প্রণবকুমার (সম্পা.), ২০১৫, *হাংরি সাহিত্য আন্দোলন : তত্ত্ব, তথ্য, ইতিহাস,* কলকাতা, প্রতিভাস।

১৩. চট্টোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন (সম্পা.), ১৯৯৫, *সাহিত্য শিল্প ভাবনা,* কলকাতা, নবমন প্রকাশন।

১৪. চৌধুরী, সুচেতা, ১৯৮৮, *সঙ্গীত ও নন্দনতত্ত্ব,* কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স।

১৫. ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ, *বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী,* কলকাতা, রূপা প্রকাশনী।

১৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ১৪২৪, *সাহিত্যের পথে,* কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থণ বিভাগ।

১৭. ত্রিপাঠী, দীপ্তি, ১৯৮৪, *আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়,* কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং।

১৮. দত্ত, সন্দীপ, ১৯৯৩, *বাংলা গল্প কবিতা আন্দোলনের তিন দশক,* কলকাতা, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন।

১৯. দাশগুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ, ২০১৯, *সৌন্দর্যতত্ত্ব,* কলকাতা, চিরায়ত প্রকাশন।

২০. দাশ, উত্তম, ২০১৩, *হাংরিশ্রুতি ও শাস্ত্র বিরোধী আন্দোলন,* বারুইপুর, মহাদিগন্ত।

২১. দাশ, জীবনানন্দ, ১৯৫৪, *শ্রেষ্ঠ কবিতা,* কলকাতা, নাভানা।

২২. দাশ, জীবনানন্দ, ১৯৯০, *কবিতার কথা,* কলকাতা, সিগনেট প্রেস।

২৩. দাশ, শিশিরকুমার, ১৩৯২, *গদ্য ও পদ্যের দ্বন্দ্ব,* কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং।

২৪. দে, বিষ্ণু, ১৯৭৫, *রবীন্দ্রনাথ ও শিল্প সাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা,* জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী।

২৫. দে, বিষ্ণু, ১৯৮০, *সেকাল থেকে একাল,* কলকাতা, বিশ্ববাণী।

২৬. দে, অরুণকুমার, ১৯৯৩, *কবিতা-আন্দোলন,* কলকাতা, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন।

২৭. নন্দী, প্রদীপকুমার (সম্পা.), ২০১৪, *শিল্প ও নন্দনতত্ত্ব,* ঢাকা, অবসর।

২৮. নন্দী, সুধীরকুমার, ১৯৭৯, *নন্দনতত্ত্ব,* কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।

২৯. নাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল (অনু.), ২০০২, *শিল্পের স্বরূপ,* কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।

৩০. পাল, রবিন, ২০১৪, *কথাসাহিত্যে চিত্রকল্প,* কলকাতা, এবং মুশায়েরা।

৩১. বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল, ২০১৪, *উত্তর-আধুনিক চিন্তা ও কয়েকজন ফরাসি ভাবুক,* কলকাতা।

৩২. বন্দোপাধ্যায়, হিমবন্ত, ১৯৯৯, *বিষণ্ণতাবোধ ও আধুনিক বাংলা কবিতা,* কলকাতা, বিবেক ভারতী।

৩৩. বসু, অতীন্দ্রনাথ, ১৯৬৩, *নৈরাজ্যবাদ,* কলকাতা, রূপা অ্যান্ড কম্পানি।

৩৪. বসু, বুদ্ধদেব, ১৯৮৪, *কবিতার শত্রু ও মিত্র,* কলকাতা, এম.সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ।

৩৫. বাগল, যোগেশচন্দ্র (সম্পা.), ১৪২০, *বঙ্কিম রচনাবলী* (দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা, সাহিত্য সংসদ।

৩৬. বিবেকানন্দ, স্বামী, ১৩৮৭, *বাণী ও রচনা* (দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়।

৩৭. ভট্টাচার্য, জ্যোতি, ১৯৯৬, *নন্দনতত্ত্ব ও মার্কসবাদ,* কলকাতা, অগ্রণী বুক ক্লাব।

৩৮. ভট্টাচার্য, তপোধীর, ২০০০, *মিশেল ফুকো তাঁর তত্ত্ববিশ্ব,* কলকাতা, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ।

৩৯. ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ, ২০২১, *বাঙালির নতুন আত্মপরিচয় সমাজসংস্কার থেকে স্বাধিনতা,* কলকাতা, অবভাস।

৪০. ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ, ২০২১, *দ্বন্দ্বতত্ত্ব জিজ্ঞাসা,* কলকাতা, অবভাস।

৪১. ভট্টাচার্য, সাধন কুমার, ১৯৬০, *শিল্পতত্ত্বের কথা,* কলকাতা, সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড।

৪২. ভট্টাচার্য, সাধন কুমার (অনু.), ১৩৭৬, *শিল্পতত্ত্ব,* কলকাতা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

৪৩. ভট্টাচার্য, সৌরীন, ২০০৭, *আধুনিকতার সাধ-আহ্লাদ,* কলকাতা, তালপাতা।

৪৪. ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ, ২০১৭, *মার্কসীয় নন্দনতত্ত্ব,* কলকাতা, অবভাস।

৪৫. ভৌমিক, ননী (অনু.), ২০১৪, *রাজনৈতিক মতবাদের ইতিহাস,* ঢাকা, অধুনা প্রকাশন।

৪৬. মুখোপাধ্যায়, তরুণ (সম্পা.), ২০০৯, *নন্দনতত্ত্ব জিজ্ঞাসা,* কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং।

৪৭. মুখোপাধ্যায়, অমলকুমার, ১৯৯৯, *বাঙালি রাজনীতির পঞ্চাশ বছর (১৯৪৭-১৯৯৭),* কলকাতা, এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ।

৪৮. মুখোপাধ্যায়, বিমল কুমার, ১৯৯১, *রবীন্দ্রনন্দনতত্ত্ব,* কলকাতা, দে'জ।

৪৯. মুখোপাধ্যায়, রমেশ, ২০১৮, *পোস্টমডার্নিজম,* কলকাতা, ধ্যানবিন্দু।

৫০. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, ২০০০, *বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস,* কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং।

৫১. মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার (সম্পা.), ২০০৪, *মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা,* কলকাতা, সোনার তরী।

৫২. রায়, শিবনারায়ণ (সম্পা.), ১৯৯২, *জিজ্ঞাসা সংকলন,* কলকাতা, প্যাপিরাস।

৫৩. রায়চৌধুরী, গোপিকানাথ, ২০১৪, *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথা সাহিত্য,* কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং।

৫৪. রায়, শিবনারায়ণ, ১৯৯২, *জিজ্ঞাসা সংকলন,* কলকাতা, প্যাপিরাস।

৫৫. সেন, নবেন্দু (সম্পা.), ২০০৯, *পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা,* কলকাতা, রত্নাবলী।

৫৬. সেল্‌সাম হাওয়ার্ড, ২০১৩, *কাকে বলে দর্শন ?* কলকাতা, কে পি বাগচী অ্যান্ড কম্পানী।

৫৭. সেন, সুকুমার, ২০১৩, *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস,* পঞ্চম খণ্ড, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স।

৫৮. সেন, সুকুমার, ১৯৯৮, *বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য,* কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স।

৫৯. সেনগুপ্ত, অমলেন্দু, ১৯৯৭, *জোয়ারভাটার ষাট সত্তর,* কলকাতা, পার্ল পাবলিশার্স।

৬০. সরকার, পবিত্র, ২০১৬, *গদ্যরীতি পদ্যরীতি,* কলকাতা, সাহিত্যলোক।

৬১. সরকার, পবিত্র, ২০০১, *লোক সংস্কৃতির নন্দনতত্ত্ব,* কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।

৬২. সান্যাল, অবন্তীকুমার, ২০০৯-২০১০, *ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব,* কলকাতা, রূপলেখা প্রকাশনী।

৬৩. সিকদার, অশ্রুকুমার, ১৩৮৬, *আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয়,* কলকাতা, অরুণা প্রকাশনী।

৬৪. হক, মাসুদুল, ২০০৮, *বাংলাদেশের কবিতার নন্দনতত্ত্ব,* ঢাকা, বাংলা একাডেমী প্রেস।

ইংরেজি

1. Ackelsberg, Martha, 1991, *Free Women of Spain*: *Anarchism and the for the Emancipation ofWomen*. Bloomington, IN: Indiana University Press.
2. Albro, Ward S. 1992 *Always a Rebel*: *Ricardo Flores Magón and the Mexican Revolution*. FortWorth TX: Texas Christian University Press,
3. Albro, Ward S. 1996 *To Die on Your Feet*: *The Life, Times, and Writings of Práxedis G. Guerrero*.Fort Worth, TX: Texas Christian University Press.
4. Alexandre J.M.E., Christoyannopoulos, ed,2011 *Religious Anarchism*: *New Perspectives*. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
5. Amster, Randall. 2012, *Anarchism Today*. Santa Barbara, CA: Praeger,.
6. Antliff, Allan, 2007, *Anarchy and Art*, Canada, Arsenal Pulp Press.
7. Bakunin, Mikhail (Marshall S. Shatz, tr.) 1990, *Statism and Anarchy*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
8. Bayer, Osvaldo (Paul Sharkey, tr.), 2015 *The Anarchist Expropriators*: *Buenaventura Durruti andArgentina's Working-Class Robin Hoods*. Oakland, CA: AK Press.
9. Berkman, Alexander, 1976 *Prison Memoirs of an Anarchist*. New York: Schocken,.

10. Berkman, Alexander. 1977 *ABC of Anarchism*. London: Freedom Press,.
11. Barclay, Harold. 1997 *Culture and Anarchism*. London: Freedom Press.
12. Barclay, Harold. 1998 *People without Government*: *An Anthropology of Anarchy*. London: Kahn &Averill.
13. Bird, Stewart, Dan Georgakas, and Deborah Shaffer. 1985, *Solidarity Forever*: *An Oral History ofthe IWW*. Chicago, IL: Lakeview.
14. Bowen, James and Jonathan Purkis, eds.2004, *Changing Anarchism*: *Anarchist Theory andPractice in a Global Age*. Manchester: Manchester University Press.
15. Bray, Mark. 2013, *Translating Anarchy*: *The Anarchism of Occupy Wall Street*. Winchester, UK:Zero Books.
16. Brenan, Gerald. 1950, *The Spanish Labyrinth*: *An Account of the Social and Political Background ofthe Spanish Civil War*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2nd ed.
17. Buber, Martin (R.F.C. Hull, tr.) 1950, *Paths to Utopia*. New York: Macmillan.
18. Butterworth, Alex. 2011, *The World That Never Was*: *A True Story of Dreamers, Schemers, Anarchists, and Secret Agents*. New York: Vintage.
19. Cahm, Caroline. *Kropotkin*: *And the Rise of Revolutionary Anarchism, 1872-1886*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
20. Caldwell, John Taylor. 1988, *Come Dungeons Dark*: *The Life and Times of Guy Aldred, GlasgowAnarchist*. Edinburgh: Luath Press.
21. Caldwell, John Taylor. 1999, *With Fate Conspire*: *Memoirs of a Glasgow Seafarer and Anarchist*.Bradford: Northern Herald.
22. Camus, Albert (Anthony Bower, tr.) 1991, *The Rebel* (*L'homme révolté*). New York: Vintage..
23. Cassirer, W. H. (Trans.), 1938, *Critique of Judgment*, New York, Routledge.
24. Clark, John P. 2013, *The Impossible Community*: *Realizing Communitarian Anarchism*. London:Bloomsbury.
25. Clark, John and Camille Martin, eds. 2013, *Anarchy, Geography, Modernity*: *Selected Writings ofElisée Reclus*. Oakland, CA: PM Press.
26. Cockcroft, James D. 1868 *Intellectual Precursors of the Mexican Revolution, 1900-1913*. Austin,TX: University of Texas Press.
27. Cohn, Jesse. 2015 *Underground Passages*: *Anarchist Resistance Culture, 1848-2011*. Oakland, CA:AK Press.
28. Coles, Robert. 1973, *A Spectacle Unto the World*: *The Catholic Worker Movement*. New York:Viking.
29. Crowder, George.1991, *Classical Anarchism*: *The Political Thought of Godwin, Proudhon, Bakuninand Kropotkin*. Oxford, UK: Oxford University Press.
30. Cuddon, J.A, Habib, M.A.R, 2015, *The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory*, USA, Penguin Books.
31. Curran, Giorel.,2006, *21st Century Dissent*: *Anarchism, Anti-Globalization, and Environmentalism*.New York: Palgrave Macmillan.

32. Cutler, Robert, ed 1985, . *From Out of the Dustbin*: *Mikhail Bakunin's Basic Writings, 1869-1871*.Ann Arbor, MI: Ardis.

33. Daring, C.B., J. Rogue, Deric Shannon, and Abbey Volcano, eds, 2010, *Queering Anarchism*:*Addressing and Undressing Power and Desire*. Oakland, CA: AK Press.

34. Dark Star Collective, eds. 2012, *Quiet Rumours*: *An Anarcha-Feminist Reader*. Oakland, CA: AKPress, 3rd ed.

35. Day, Richard J.F. 2005, *Gramsci is Dead*: *Anarchist Currents in the Newest Social Movements*.London: Pluto Press.

36. de Cleyre, Voltairine (Sharon Presley and Crispin Sartwell, eds.)2005 *Exquisite Rebel*: *The Essays of Voltairine de Cleyre—Anarchist, Feminist, Genius*. Albany, NY: State University ofNew York Press.

37. Dennison, George. 1969 *The Lives of Children*: *The Story of the First Street School*. New York:Random House.

38. Ellis, Marc. 1979 *A Year at the Catholic Worker*. New York: Paulist Press..

39. Ellsberg, Robert, ed. 1983, *By Little and By Little*: *The Selected Writings of Dorothy Day*. NewYork: Alfred A. Knopf.

40. Ellul, Jacques (Geoffrey W. Bromiley, tr.) 1991, *Anarchy and Christianity*. Grand Rapids, MI:Wm. B. Eerdmans Publishing Co.

41. *Encyclopedia Britannica* (Vol. I), 1974, USA.

42. Esenwein, George. 1989 *Anarchist Ideology and the Working-Class Movement in Spain, 1868-1898*.Berkeley, CA: University of California Press.

43. Falk, Candace. *Love, 1984 Anarchy, and Emma Goldman*. New York: Holt, Rinehart and Winston.

44. Farrell, James J. 1997, *The Spirit of the Sixties*: *The Making of Postwar Radicalism*. New York:Routledge.

45. Gallagher, Dorothy. 1988, *All the Right Enemies*: *The Life and Murder of Carlo Tresca*. NewBrunswick, NJ: Rutgers University Press.

46. Gambs, John S. 1932, *The Decline of the I.W.W*. New York: Columbia University Press.

47. Gans, Chaim., 1992, *Philosophical Anarchism and Political Disobedience*. Cambridge, UK:Cambridge University Press.

48. Garner, James. 2016, *Goals and Means*: *Anarchism, Syndicalism, and Internationalism in the Originsof the* Federación Anarquista Ibérica. Oakland, CA: AK Press.

49. Glassgold, Peter, ed. 2012, *Anarchy*! *An Anthology of Emma Goldman's* Mother Earth. Berkeley,CA: Counterpoint.

50. Godwin, William (Isaac Kramnick, ed.), 1976, *Enquiry Concerning Political Justice* (3rd ed.)Harmondsworth, England: Penguin Press.

51. Halperin, Joan. 1988, *Félix Fénéon, Aesthete and Anarchist in Fin de Siècle Paris*. New Haven, CT:Yale University Press.

52. Hart, John M. 1987, *Anarchism & The Mexican Working Class, 1860-1931*. Austin, TX: Universityof Texas Press.

53. Haworth, Robert H., ed., 2012, *Anarchist Pedagogies*: *Collective Actions, Theories, and*

CriticalReflections on Education. Oakland, CA: PM Press.

54. Illich, Ivan. 1971, *Deschooling Society*. New York: Harper & Row.
55. Jensen, Derrick. 2006, *Endgame*, Vol. 2: *Resistance*. New York: Seven Stories Press,
56. Joll, James. 1980, *The Anarchists*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2nd ed.,.
57. Kinna, Ruth, ed.2012, *The Bloomsbury Companion to Anarchism*. New York: Bloomsbury Academic.
58. Klein, Hilary. Compañeras: 2015, *Zapatista Women's Stories*. New York: Seven Stories Press.
59. Knapp, Michael, Anja Flach, and Ercan Ayboga (Janet Biehl, tr.), 2016, *Revolution in Rojava*: *Democratic Autonomy and Women's Liberation in the Syrian Kurdistan*. London: Pluto Press.
60. Kozol, Jonathan. 1972, *Free Schools*. Boston, MA: Houghton Mifflin Co.
61. Marshall, Peter, 2008, *Demanding the Impossible, A History of Anarchism*, London, Harper Pernnial.

পত্র-পত্রিকা :

১. দাসাধিকারী, স্বপন (সম্পা.), ২০০৭, 'ধ্বংস ও নির্মাণ : পোষ্টমডার্নিজম এবং ঞগুগি', *এবং জলার্ক,* কলকাতা, এবং জলার্ক প্রকাশনা।

২. নিয়োগী, সঞ্জীব, উপাধ্যায়, পার্থসারথী (সং.), *বিনির্মাণ-১৮,* 'বিষয় অরুণেশ ঘোষ', মুর্শিদাবাদ, বিনির্মাণ যৌথ পরিবার।

৩. ভট্টাচার্য, উৎপল (সম্পা.), ১৪১৮, গদ্য-পদ্য-প্রবন্ধ-আত্মকথা-সাক্ষাৎকার-আলোচনা-স্মৃতিচারণায় অরুণেশ ঘোষ স্মরণ, *কবিতীর্থ,* কলকাতা।

৪. ভট্টাচার্য, উৎপল (সম্পা.), ১৪২৬, 'মলয় রায়চৌধুরী', *কবিতীর্থ,* ৬৫, সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা।

৫. ভট্টাচার্য, উৎপল (সম্পা.), ১৪২৭, 'উদয়ন ঘোষ শম্ভু রক্ষিত মৃত্যুভাবনা কবিতা কথা আলেখ্য', *কবিতীর্থ,* কবিতীর্থ সরণি, কলকাতা।

৬. মিশ্র, বৈদ্যনাথ (সম্পা.), ২০১৫, 'ফাল্গুনী রায় সমগ্র এবং কিছু লেখালেখি', *চন্দ্রগ্রহণ,* বসন্ত সংখ্যা, কলকাতা।

৭. সেন, সব্যসাচী (সম্পা.), ২০০৯, 'প্রতিবাদের সাহিত্য ও প্রত্যাখ্যানের ভাষা', *কারুবাসনা,* দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, কলকাতা।

৮. সেন, সব্যসাচী (সম্পা.), ২০১২, *আভাঁগার্দ,* কলকাতা, কারুবাসনা প্রকাশনী।

৮. সেন, সব্যসাচী (সম্পা.), ২০১৮-২০১৯, 'হাংরি জেনারেশন আন্দোলন', *কারুবাসনা,* তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, কলকাতা, কারুবাসনা পাবলিশিং।

৯. সেন, সব্যসাচী (সম্পা.), ২০০৮, শৈলেশ্বর ঘোষ সংখ্যা, *কারুবাসনা,* ১ম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, কলকাতা।

১০. সেন, সব্যসাচী (সম্পা.), ১৪১৮, 'নৈরাজ্য', *কারুবাসনা,* ষষ্ঠ-সপ্তম সংখ্যা, কলকাতা, ৬১, সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট।

১১. রায়চৌধুরী, সমীর (সম্পা.), ২০১৩, 'পোস্টমডার্ন গদ্য-কবিতা-প্রবন্ধের প্রাঙ্গনপত্র', *হাওয়া ৪৯,* কলকাতা, হাওয়া ৪৯ প্রকাশনী।

১২. হালদার, রঞ্জন স্বপন (সম্পা.), ২০১৭, সুভাষ ঘোষ সংখ্যা, *বাঘের বাচ্চা ৩,* কলকাতা।

১৩. হালদার রঞ্জন স্বপন (সম্পা.), ২০১৬, বাসুদেব দাশগুপ্ত সংখ্যা, *বাঘের বাচ্চা ২,* , কলকাতা।

29.07.2021

29.07.2021